জয়েস মায়ার

প্রভুর সময়নির্ধারণে বিশ্বাস রাখার শিক্ষা

কখন, প্রভু, কখন

কখন, প্রভু, কখন ?

প্রভুর সময়নির্ধারণে
বিশ্বাস রাখার শিক্ষা

জয়েস মায়ার

JOYCE MEYER
MINISTRIES
Nanakramguda, Hyderabad - 500 008

When, God, When? - *Bengali*

Printed at
Caxton Printers,
Hyderabad-500 004, India

পাঠসূচী

1.	সময়ের সদ্ব্যবহার ও বিশ্বাস	7
2.	যথাসময়	11
3.	নির্ধারিত সময়	17
4.	আহ্বান	19
5.	অভিষেক	21
6.	বিচ্ছেদ	29
7.	আপনি কি প্রতীক্ষা করে ক্লান্ত ?	33
8.	দয়া করে ধৈর্য ধরুন !	39
9.	কখন আমার স্বপ্ন সফল হবে ?	43
	নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা	45

সূচীকথা / সূচনা

আমরা সেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সেবা করি যিনি সর্বদা আমাদের প্রতি লক্ষ রাখেন। তিনি কখনোই আশ্চর্য হন না। তিনি যে কোন ঘটনা ঘটার আগেই সব জানেন। গীতসংহিতা ৩৯-এ বলা হয়েছে তিনি আমরা ভাবার আগেই আমাদের ভাবনার কথা জানেন এবং আমরা উচ্চারণ করার আগেই আমাদের কথা জানেন। আমাদের অনেককেই বিশ্বাসের পরিধির মধ্যে বেড়ে উঠতে হবে এবং ঐ বিরাট প্রশ্নটিকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে - যে - 'কখন' ?

কারণ এই প্রশ্নটা খুবই নাছোড়বান্দা। আমি এই বইটি লিখছি, কিছু অন্তর্দৃষ্টির বিষয়ে জানানোর জন্য, যা আমার ধারণা, পরমেশ্বর আমার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। আমার জীবনের একটা বড় সময় আমি কাটিয়েছি অধীরতা, নৈরাশ্য আর অসন্তুষ্টির মধ্যে। তারপর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি তাঁকে বিশ্বাস করতে শিখেছি, যে তিনিই সব জানেন।

আমি প্রার্থনা করি আপনাদের আত্মারও তাঁর চরণাশ্রয়ে শান্তি হোক, এই বিশ্বাসের মধ্যে যে, ডেভিডের কথায় যা হলো, তাঁর সুযোগ্য হাতেই রয়েছে তোমার সময়ের রাশ। (৩১:২৫)

1
সময়ের সদ্ব্যবহার ও বিশ্বাস

''সদাপ্রভু, আমি তোমার উপরে নির্ভর করিলাম। আমি কহিলাম, তুমিই আমার ঈশ্বর।

''আমার সময় সকল তোমার হস্তে রহিয়াছে; আমার শত্রুগণের হস্ত হইতে, আমার তাড়নাকারিগণ হইতে, আমাকে উদ্ধার কর।''

গীতসংহিতা ৩১:১৪,১৫

এই অধ্যায়ে গীতসংহিতাকার বলছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে পরমেশ্বর তাকে মুক্তি দেবেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি যথাসময়ে তা করবেন। বিশ্বাস চায় আমরা বলি, ''আমার সময় তোমার হাতে''। (শব্দান্তরিত)

আমি শিখেছি যে বিশ্বাস চায়, যে আমরা যেন স্বীকার করে নিই যে কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না এবং আমাদের সময়ের রাশ পরমেশ্বরের হাতে এবং আমরা যেন বিশ্বাস করি যে যদিও ঐ সব প্রশ্নের উত্তর আমরা না জানলেও তিনি জানেন, আমাদের জীবনের প্রতিটি জিনিসের জন্য যথোপযুক্ত সময়ের নির্ধারণ তাঁরই হাতে। কিন্তু আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা হলো আমাদের জীবনে অনেক ভালো ভালো ঘটনা ঘটুক, কিন্তু এখনই, - পরে নয়।

কিন্তু যত আমরা খ্রীষ্টানজীবনে ক্রমাগত অভ্যস্ত হতে হতে পরিণতমনস্ক হতে থাকবো, ততই আমরা শিখবো যে সব জিনিসই এখনই ঘটার নয়, তা

ঘটবে পরবেশ্বরের যথাযথ সময়ে। ইব্রীয় ১১:১ বলেছে, ‘‘বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি।’’ আমরা সবসময়ই এই মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু এখনই তার প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়।

পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করার অর্থ এই নয় পরমেশ্বর কী করবেন তা এখনই জেনে যাওয়া এবং কখন তিনি করবেন, তা জেনে ফেলা। আমরা সবসময় বলি ‘পরমেশ্বর কখনো দেরী করেন না।’ তবে তিনি কিন্তু সাধারণতঃ খুব একটা তাড়াতাড়িও সবকিছু দেন না। কেন ? কারণ তিনি তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য সময়ের সুযোগ নেন, আর আমরাও প্রতীক্ষার সেই অবসরে আরো পরিণত হই।

আমাদের মধ্যে একজনের বাবা-মায়ের হঠাৎ করে কোন ট্যাক্স জমা দেবার জন্য টাকাপয়সার প্রয়োজন পড়ে। ঐ ট্যাক্স এপ্রিলের পনেরো তারিখের মধ্যে দেবার কথা ছিল। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ‘লাইফ ইন্ দ্য ওয়ার্ড’-এ বিশেষ অর্ঘ্য দিলেন এই বিশ্বাসে, যে পরমেশ্বর নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক দয়ার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করবেন। ঠিক এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে তাদের প্রয়োজনীয় টাকাপয়সার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কেন পয়লা এপ্রিল বা ৫ই এপ্রিলে নয় ? পরমেশ্বর কেন সবসময় একেবারে শেষদিন বা শেষমুহূর্তটি পর্যন্ত অপেক্ষা করান ?

এর কারণ হলো তিনি আমাদের বিশ্বাস করতে শেখান। বিশ্বাস কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না, তা শিখতে হয়। আমরা প্রভুকে বিশ্বাস করতে শিখি জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, যা বিশ্বাসের দাবী রাখে। একের পর এক প্রভুর বিশ্বস্ততা প্রত্যক্ষ করে, আমরা নিজেদের

প্রতিও আস্থাশীল হয়ে উঠি এবং ক্রমশঃ আমরা তাঁর আশ্রয়ের সীমানায় প্রবেশ করি এবং আমাদের বিশ্বাস তাঁর উপর ন্যস্ত করি।

ব্যাপারটা এইভাবে দেখা যেতে পারে, যে প্রভুকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে এই সময়নির্দ্ধারণের বিষয়টি কীভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি আমরা চাওয়া মাত্রই প্রতিটি জিনিস তিনি আমাদের দিতেন, তাহলে আমাদের চেতনা জাগতো না এবং উন্নতিও হতো না। সময় নির্দ্ধারণ আর বিশ্বাস যেন অঙ্গাঙ্গী জড়িত। তারা পাশাপাশি কাজ করে।

2
যথাসময়

লেবীয় পুস্তক ২৬:৪-এ বলা হয়েছে, 'আমি যথাকালে তোমাদিগকে বৃষ্টি দান করিব।'' গালাতীয় ৬:৯ বলেছে, আমরা যেন... ''..... সৎকর্ম্ম করিতে নিরুৎসাহ না হই; কেননা ক্লান্ত না হইলে যথাসময়ে শস্য পাইব।'' আর ১ম পিতর ৫:৬-এ আমরা (নিজেদের) বিনীত হতে অনুপ্রাণিত হই, প্রভুর পরমশক্তিমান হস্তের কাছে, যে যথাসময়ে তিনি (আমাদের) উন্নীত করবেন।''

কোন্‌টি যথাকাল বা যথাসময় ? আমার বিশ্বাস, সেটি হলো যখন প্রভু বোঝেন যে আমরা প্রস্তুত, যখন সম্পর্কিত প্রতিটি লোক প্রস্তুত হয়ে ওঠে এবং যখন তারা প্রভুর যৌথপরিকল্পনার উপযোগী হয়ে ওঠে। আমাদের প্রতিটি ব্যক্তিগত জীবনের জন্য প্রভুর পৃথক পৃথক পরিকল্পনা আছে। আবার গোটা দুনিয়ার জন্য যৌথ পরিকল্পনাও আছে।

আমার মনে আছে একটা সময়ে আমি খুবই হতাশায় ভুগছিলাম, কারণ আমার মিনিষ্ট্রিতে তখন কিছুই হচ্ছিল না। আমি জানতাম যে আমি নিয়মমতো প্রভুর বাণীপ্রচার করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কোথাও কোন দরজাই যেন আমার সামনে খোলা ছিল না। মনে হচ্ছিল আমি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি। মনে হচ্ছিল আমি প্রস্তুত। আমি প্রভুর কাজ করে যাচ্ছি। আমার মধ্যে তিনি প্রভূত পরিবর্তন এনেছেন, কিন্তু তবুও বুঝতে পরেছিলাম না যে কেন কোনকিছুই হচ্ছে না। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, প্রভু তুমি কিসেরজন্য

অপেক্ষা করছো ? আমি কি এখনও প্রস্তুত নই ? তিনি উত্তর দিতেন, ‘‘তুমি প্রস্তুত, কিন্তু অন্যরা যারা তোমার সঙ্গে জড়িত, তাদের কেউ কেউ এখনও প্রস্তুত নয়। আর আমি এখনও তাদের প্রস্তুত করার কাজ করে যাচ্ছি। তাই তোমাকে এখন তাদের জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।’’

দেখবেন, পরমেশ্বর কিন্তু কখনোই জোর করেন না, তাড়া দেন না, দাবী করেন না, নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন না, বা মানুষকে বলপ্রয়োগ করেন না। তিনি চালিত করেন, পথনির্দেশ করেন, পরামর্শ দেন। প্রতিটি মানুষের এটি একটি দায়িত্ব, যে তার সমস্ত ইচ্ছা সে যেন প্রভুর উদ্দেশ্য পালনার্থে সমর্পণ করে। কখনো কখনো কারো কারো ক্ষেত্রে তা করতে একটু বেশী সময় লাগে।

অতএব, যখন পরমেশ্বর একদল মানুষকে পরিণত করতে চাইছেন তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো অন্যদের তুলনায় তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে উঠবে। কাজটা বিশেষভাবে কঠিন, কারণ, একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় তাঁরা কেউই পরমেশ্বরের পরিকল্পনার সম্বন্ধে অবগত থাকে না এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা পরস্পরকে চেনে না পর্যন্ত।

সবথেকে ভালো উদাহরণ হলো — একজন অবিবাহিত তার উপযুক্ত সঙ্গিনীর জন্য প্রার্থনা করেছিল। প্রভু কিন্তু আসলে তার সঙ্গিনীকে প্রস্তুত করছিলেন। কিন্তু যে প্রার্থনা করছিল সে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কারণ সে জানতোই না যে তার অজ্ঞাতসারে তারই জন্য প্রস্তুতি চলছে, ঐ লোকটি যার জন্য প্রার্থনা করছিল, সে ইতিমধ্যেই একজন পরিণত খ্রীষ্টান, আত্মিক উপলব্ধিতে উন্নীত এবং পুরোপুরি মিনিষ্ট্রির কাজে নিযুক্ত। তাকে তাদের দুজনেরই ‘বিশেষ আহ্বান’ এসে পৌঁছনোর জন্য অপেক্ষা

করতে হবে। তার জন্য সময় লাগবে, তা রাতারাতি ঘটবে না। যাই হোক্, প্রভুর কাছে তাদের দুজনেরই উপযুক্ত যথার্থ সঙ্গী আছে।

ডেভ ও আমাকে খুবই তাড়াতাড়ি পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রার্থনায় অত দাবীর জোর ছিল না। সে প্রভুর কাছে স্ত্রী চেয়েছিল, তার উপযুক্ত স্ত্রী। আর সে প্রভুর কাছে এমন একজনকে চেয়েছিল যার সাহায্যের দরকার। সে মোটামুটিভাবে ছ'মাস থেকে একবছরের মত প্রার্থনা করেছিল, তারপর আমাদের দেখা হয়। পাঁচবার দেখা হবার পরেই আমরা বিয়ে করে নিই। আমাদের বিয়ে হয়েছে প্রায় আঠাশ বছর হয়ে গেল, আর বইটি প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৯৪ সালে। ডেভ সবসময় বলে যে, আমরা যে প্রথম রাত্রিতে বাইরে বেরিয়েছিলাম, তখন থেকেই সে নাকি জানতো যে আমিই তার পক্ষে সঠিক, কিন্তু সে তখনই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি, কারণ সে চায়নি আমি ভয় পেয়ে চাই।

আমাদের বিয়ের মাত্র তিনসপ্তাহের মধ্যেই সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে, আমার অনেকগুলি সমস্যা আছে এবং আমার মারাত্মকভাবে সাহায্যের প্রয়োজন। ডেভ তার প্রার্থনার উত্তরও খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে তাকে বহু কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, যে সময়ে আমি ঈশ্বরের দয়ায় পরিণত হয়ে উঠছিলাম এবং আমার অত্যাচারিত অতীতের নানান সমস্যাকে কাটিয়ে উঠছিলাম।

পরমেশ্বর জানতেন যে ডেভ আমার সঙ্গে এই কঠিন সময় কাটিয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট পরিণতমনস্ক। তিনি ডেভের প্রার্থনা খুব তাড়াতাড়ি মঞ্জুর করেছিলেন, সে আমার মত বহুসমস্যাপীড়িত মানুষকে সাহায্য করার মত দৃঢ়মনস্ক মানুষ। ডেভও চেয়েছিল এইভাবে পরমেশ্বরের কাজে লাগতে

এবং পরমেশ্বরও তাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। সে যদি একাজে সক্ষম না হতো বা অন্য কোন সমস্যামুক্ত সঙ্গিনীর জন্য প্রার্থনা করতো, তাহলে আমার মনে হয় প্রভু এত তাড়াতাড়ি তার প্রার্থনা পূরণ করতেন না যতক্ষণ না উপযুক্ত সময় হতো। আমার জীবনের সব সমস্যা মিটে যাবার পর তবেই তিনি ডেভের জীবনে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করতেন।

আমি যেটা বোঝাতে চাইছি তা হলো, যতক্ষণ আমরা প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছি, আমাদের অবশ্যই বুঝে নেয়া উচিত যে সেইসময়টা তিনি আমাদেরই প্রার্থনাপূরণের জন্য অন্যান্য অনেক মানুষের নানান বিষয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতীক্ষা করার বিশ্বাসে স্থিত থাকা অবশ্যই লাভজনক।

এবার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'যথাসময়' কথাটিকে ভাবা যাক্। তৃতীয় যোহন ২-এ বলেছে, 'প্রিয়তম, প্রার্থনা করি, যেমন তোমার প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত, সর্ববিষয়ে তুমি তেমনি কুশলপ্রাপ্ত, ও সুস্থ থাক।' এই কথাটি যেমন 'তোমার প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত' অর্থাৎ 'যেমন তোমার আত্মার উন্নতি'। কথাটির অর্থ এই 'আত্মার উন্নতি' নির্ভর করে আমাদের পরিণত মনস্কতার উপর। 'যেমন তোমার আত্মার উন্নতি হোক' বোঝায় যে কত দ্রুত আমরা প্রভুকে আমাদের মন, ইচ্ছা ও হৃদয়াবেগকে, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে একই সারিতে আনতে সাহায্য করবো।

পরিণতমনস্কতা হলো এমন এক প্রক্রিয়া যা বেশ সময়সাপেক্ষ। সেই সময় কতখানি, তা নির্ভর করে প্রভুর পরিকল্পনার উপর এবং সেই পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা কতটা সহযোগিতা করছি তার ওপর। আসলে প্রভু আমাদের এতটাই ভালোবাসেন যে, আমাদের আত্মিক উন্নতি যদি

অতিরিক্ত হয়ে যায় এবং তা সঠিকভাবে নেবার মত পরিণতবুদ্ধি আমাদের না থাকে, তাই তিনি বুঝেসুঝেই কাজ করেন। তাই গালাতীয় ৬:৯-এ তিনি বলেছেন যে, ‘‘আমরা সৎকর্ম করিতে নিরুৎসাহ না হই : কেননা ক্লান্ত না হইলে যথাসময়ে শস্য পাইব।’’ যথা সময় হলো তখন, যখন প্রভু বুঝবেন যে আমরা প্রস্তুত, আমরা নিজেরা যখন ভাবি আমরা প্রস্তুত, তখন নয়।

অতিরিক্ত আশীর্বাদও মানুষকে উদ্ধত করে তুলতে পারে। তাই বাইবেলের নির্দেশ, যে কোন শিক্ষানবীশ বা নতুন ধর্মান্তরিতকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া অনুচিত। তারা যথেষ্ট পরিণতমনস্ক নয় এবং এর ফলে তাদের মনে উদ্ধতভাব বা অহংকার আসতে পারে (তীমথিয় ৩:৬)

আমাদের জীবনে প্রতিটি জিনিসের যথাযথ সময় আছে এবং প্রভুর নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষায় থাকাই হলো সবচেয়ে নিরাপদ। আমি প্রার্থনা করি যেন প্রভুর যথার্থ ইচ্ছা এবং যথাযথ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে পারি। তাঁর থেকে এক কদম আগেও নয়, এক কদম পিছেও নয়।

3
নির্ধারিত সময়

প্রেরিতদের কার্য ১:৬-৮-এ যখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অন্তিমসময়ের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল, তখন যীশু তাদের বলেছিলেন, যে তাদের জানার প্রয়োজন নেই যে সময় কখন কী ঘটাবে এবং সর্বময় পিতা তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এবং নিজস্ব শক্তিতে কার জন্য কোন্ সময় নির্ধারণ করেছেন।

তাহলে দেখুন, শিষ্যরা তখনও ভাবছিল যে যীশু তাঁর পার্থিব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবেন। তারা প্রশ্ন করলো যে, কখন তিনি তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তা ইস্রায়েলে ফিরিয়ে দেবেন।

যীশু তাদের একথা বোঝাতে পারেন নি যে তিনি একটি আত্মিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন এবং তাঁর রাজ্য তাদের সকলকে নিয়েই হবে। বাইবেল আমাদের সতর্ক করে দেয় যে শূন্যগর্ভ জ্ঞান খুবই বিপজ্জনক।। তাই যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেন নি যে কবে তিনি সেই আত্মিকসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তাহলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, কেননা তারা জানে না আসলে বিষয়টি কী।

অনেকসময়ই আমরা জানতে চাই যে 'কখন', আর প্রভুও আমাদের জানান না। কারণ আমরা জানতে পারলেও যথার্থ জ্ঞানের অভাবে, তাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারবো না। হবককুক ২:৩-এ বলেছে, ''কেননা এই দর্শন এখনও নিরূপিত কালের নিমিত্ত, ও তাহা পরিণামের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, আর মিথ্যা হইবে না, তাহার বিলম্ব হইলেও তাহার অপেক্ষা

কর, কেননা তাহা অবশ্য উপস্থিত হইবে, যথাকালে বিলম্ব করিবে না,'' তাতে একদিনের জন্যও দেরী হবে না।

নির্ধারিত সময় বলতে বোঝায়, যখন প্রভু মনে করবেন যে সঠিক সময় উপস্থিত তখন। আমাদের অবশ্যই বিনীত হতে হবে নিজের কাছে, জ্ঞানবিষয়ক ধারণার কাছে এবং প্রভুর ক্ষমতার কাছে। এবং যখন তিনি বলেছেন যে দেরী হবে না, তখন তাঁর কথাই বিশ্বাস করতে হবে।

নির্ধারিত সময় বলতে আরো বোঝায়, যে সময় ইতিমধ্যেই বিশেষ কারণে প্রতিষ্ঠিত ও স্থিরীকৃত হয়ে গেছে, অনেকটা সাক্ষাৎকারের নির্ধারিত সময়ের মত। আমরা নির্ধারিত সময় না আসা পর্যন্ত যেমন সাক্ষাৎ পেতে পারিনা, এটাও অনেকটা সেইরকম। প্রভুই সময় নির্ধারণ করে নিয়েছেন। অথবা বলা যেতে পারে তিনি আমাদের জন্য আমাদের জীবনের কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের ব্যাপারে বিশেষ সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। আমরা বরং শান্তভাবে বসে অপেক্ষা করি ধৈর্যসহকারে, কারণ যথাসময়ে যা ঘটার তা ঘটবে এবং তার আগে হবে না।

4
আহ্বান

সঠিক সময় হলো যখন প্রভু কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ কাজ করার জন্য আহ্বান করেন, তখন তাদের অভিষিক্ত করেন সেই উদ্দেশ্যে। আবার তাদের বিচ্ছিন্ন করেন ঐ কাজটি করার জন্য এবং সঠিক সময়ের মধ্যে থাকে তিনটি মধ্যান্তর। অনেকসময়ই ঐ তিনটি কার্যের মধ্যে লম্বা সময়ের অন্তর থাকে, বিশেষ করে যদি ঐ ব্যক্তিটিকে প্রভু কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নির্বাচিত করে থাকেন। 'গুরুত্বপূর্ণ' বলতে 'সারা বিশ্বব্যাপী' প্রভাবের কথা বলা হয়নি, বলতে চাওয়া হয়েছে এমনভাবে, যে যার দ্বারা প্রচুরসংখ্যক মানুষ প্রভাবিত হতে পারে। এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে, আমরা এইসব প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

যখন প্রভু কারো জীবনে আহ্বান পাঠান, তখন কখনো তা হঠাৎ করে আসতে পারে, বা কখনো এমনও হতে পারে যে ঐ ব্যক্তিটি তার কথা সবসময়ই জানতো। আমার মনে আছে কোথাও পড়েছিলাম যে, আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তিনি যখন খুব ছোট ছিলেন তখন থেকেই তাঁর আকাঙ্খা ছিল এবং তিনি জানতেনই যে তিনি একদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবেন।

বরং আমার 'আহ্বান'ই খুব আকস্মিকভাবে এসেছে। একদিন সকালে আমি বিছানা তুলছিলাম, হঠাৎ প্রভুর কন্ঠস্বর আমার কানে এল। ''তুমি সারা পৃথিবী জুড়ে পরিচিত হবে এবং আমার 'বাণী' প্রচার করবে, এবং বিশাল আকারের এক মিনিষ্ট্রি পরিচালনা করবে।'' এমনকি সেটা যে তিনি খুব একটা নীচুস্বরে বলেছিলেন তাও নয়, আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরে কথাটা আমার নিজের অন্তরে শুনেছিলাম এবং সেই মুহূর্ত থেকে আমি 'জেনে গেছিলাম' যে সেটাই আমার নিয়তি। আর এক অসম্ভব, প্রচণ্ড

এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মালো আমার মধ্যে, 'গোটা পৃথিবীকে শেখানোর' আকাঙ্ক্ষা।

ঐ দিনটির আগে আমি একবারেই জানতান না যে আমি প্রভুরবাণী প্রচার ও শিক্ষার জন্য ডাক পাবো। যাই হোক্ আমি এখন পিছনে ফিরে তাকাল আমার জীবনের আরো যেসব সংকেতের আভাস পেয়েছি, তা দেখতে পাই। চিরদিনই মনের কথা সুন্দর করে গুছিয়ে বলার ক্ষমতা আমার ছিল এবং পরিস্কার ও স্বচ্ছভাবে তা লেখার মত ক্ষমতাও ছিল। এমনকি স্কুলেও অনেকে আমার কাছে সাহায্যের জন্য এবং তাদের সমস্যা নিয়ে পরামর্শ নেবার জন্য আসতো আমার বরাবরই ইচ্ছা হতো মানুষের জীবনকে আরো সহজ করে তোলার জন্য আমি সাহায্য করি। এমনকি আমার স্কুলের শেষ পরীক্ষার পরও আমাকে স্কুলে ঠিকানা দিয়ে রাখতে হয়েছিল যাতে আমি আমার সহপাঠীদের মহত্তর বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত ও পরিচালিত করতে পারি। এমনকি আমাকে মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়ার জন্য এবং তার উপর ডিগ্রী নেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল, যাতে আমি পেশাগতভাবে মানুষের সাহায্যের কাজ করতে পারি।

আমার আর ডেভের বিয়ের বহুবছর পরে, আমি ক্রমশঃ প্রভুর নিকটবর্তী হবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম, কিন্তু তখন আমার অত্যাচারিত বিগত জীবনের কারণে আমার বর্তমান জীবনেও অত্যন্ত সমস্যার মধ্যে পড়েছিলাম। ততদিনে আমাদের তিনটি সন্তান হয়ে গেছে এবং আমার মনে আছে, গীর্জা থেকে ফিরে আসার পর, রবিবারের সন্ধ্যায় বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়ার পর আমিও বিছানায় শুয়ে পড়তাম। সারা বাড়ী শান্ত, নিঃস্তব্ধ, অন্ধকার। আর আমি তখন পাদ্রীর ধর্মোপদেশগুলি আবার বলতাম। শুধু আমি আর আমার বালিশ ছিল আমার শ্রোতা। পাদ্রীও নেই। আমি জানতাম না কেন আমি ওরকম করতাম। কিন্তু এখন আমি জানি।

'আহ্বান' হঠাৎ করেই আসুক আর ধীরেধীরেই আসুক, যেই তাঁর ডাক শুনতে পেলেন, অমনি শুরু হয়ে গেল আপনার প্রস্তুতি।

5
অভিষেক

প্রস্তুতিকালীন সময়ে, একেবারে যথার্থ সময়ের পুরিয়ায় পরিবেশিত হয় 'অভিষেক'। পরমেশ্বর আমাদের দিয়ে যা করাতে চান, পবিত্র আত্মা তা আমাদের দিয়ে করিয়ে নেন, সেটাই হলো অভিষেক। পবিত্র আত্মা শিক্ষা দেন, সংশোধন করেন, শুদ্ধ করেন, সাহায্য করেন এবং শক্তি দেন। তিনি প্রভুর ব্যবহারের উপযোগী রূপে, আকারে ও আয়তনের ছাঁচে আমাদের গড়ে তোলেন আর সেই কাজে তাঁর বছরের পর বছর লাগতে পারে।

মুসার কথা ভাবুন, তিনি তার লোকেদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর অন্তরে আহ্বান পেয়েছিলেন। উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসেন এবং একজন ইস্রায়েলীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অপরাধে একজন মিশরীয়কে হত্যা করেন। তার ফলসস্বরূপ তাকে চল্লিশ বছর এক মরুভূমির প্রান্তে নির্বাসনে কাটাতে হয়েছিল। যেখানে তাকে পশুপালন, ঈশ্বরজ্ঞান এবং কীভাবে বিনম্র থাকতে হয় তার শিক্ষা নিতে হয়েছিল। তিনি অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করছিলেন। একজন মানুষ কোন প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, অবমাননা ছাড়া কখনোই ভাবাবেগ ও ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করতে পারে না।

এই অভিষেকের আমাদের জীবনে প্রকাশিত হওয়াটা নির্ভর করছে আমরা কতটা ঐ প্রস্তুতি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করছি তার ওপর। যোশেফ এর কথা ভাবুন, যিনি ঈশ্বরের আহ্বান শুনেছিলেন, মিশরের মানুষকে

অনাহার থেকে রক্ষা করার জন্য। তিনি যখন বালক ছিলেন তখন এই বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। আবেগের বশে তিনি সেই স্বপ্নের কথা তাঁর দাদাদের বলেন, কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা, ছোটভাইয়ের কাছে নতজানু হবার দৃশ্যটি ঠিক পছন্দ করতে পারেননি, তাই তারা তাঁকে বিক্রি করে দেয়।

কিন্তু যোশেফ কোন খারাপ কিছু বলেন নি। তিনি ছিলেন খুবই মিষ্টি একটি ছেলে। তবে তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা তাঁর ভাইদের বলে খুব একটা বুদ্ধির পরিচয়ও দেন নি। প্রভু তাঁর জীবনে যোগ করলেন কয়েকটি কষ্টদায়ক বছর, কিন্তু এ বছরগুলিতে তিনি শিখেছেনও অনেক। তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে তাঁর জীবনের 'আহ্বানের' জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল। তিনি শুধু তাঁর পরিবারের দ্বারাই প্রতারিত হন নি, তাঁর বন্ধুদের দ্বারাও হয়েছিলেন, যাদের সঙ্গে তিনি ভালো ব্যবহার করেছিলেন এবং যাদের তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁকে মিথ্যা কথা বলা হয়েছিল, তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছিল এবং তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল যে অপরাধ তিনি করেন নি — তার জন্য এবং যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা বাস্তবায়িত হবার আগে বহুবছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আমাদের সকলেরই কমবিস্তর একই অভিজ্ঞতা আছে যা বিভিন্ন ভাবে আমাদের পরিণত হতে সাহায্য করেছে। ঐ অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের প্রভুর সেবার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছে এবং যাই ঘটুক না কেন আমাদের শক্ত হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। প্রভু কখনও আমাদের কষ্ট দেন না, শয়তান দেয়। শয়তানের মনের মধ্যে আছে আমাদের ধ্বংসের জিঘাংসা, কিন্তু প্রভু সেই ইচ্ছাকে বিপরীতমুখী করে দেন এবং আমাদের হিতার্থে তার ব্যবহার করেন। যোশেফও তা জানতেন কারণ, আদিপুস্তক ৫০:২০তে তিনি তাঁর অনুতপ্ত ভাইদের বলেছেন, ''তোমরা আমার

বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গলের কল্পনা করিলেন, অদ্য যেরূপ দেখিতেছ, এইরূপ অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।''

যখন প্রভু আমাকে তাঁর 'বাণী'র শিক্ষা দিতে আহ্বান করলেন তখন আমার পরিবার ও বন্ধুরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিল, আমি খুব নিঃসঙ্গ ও মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে সকলে ভুল বুঝতো, অবিচার করতো এবং রূঢ় ভাবে কথা বলতো। যাই হোক, আমিও অতি উৎসাহী ছিলাম এবং বুদ্ধিহীন আবেগের বশবর্তী ছিলাম, আমি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আমি বলব, প্রত্যেকেই তাই থাকে, যতক্ষণ না তারা প্রস্তুতি-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়।

আপনি কী ভাবছেন, 'আমি নই, আমার এইসব সমস্যা নেই?' তাহলে আমি বলবো যে, আপনাকে কিন্তু হঠাৎ একদিন নিজের সম্পর্কে কঠিন সত্যের সম্মুখীন হতে হবে এবং যতক্ষণ না আপনি শক্তিমান পরমেশ্বরের হাতে নিজেকে বিনীতভাবে সমর্পণ করছেন, ততদিন আপনার 'যথাসময়' আসবে না। (১ পিতর ৫:৬)

আমি এখন পিছন ফিরে তাকালে স্পষ্ট দেখি আমার মিনিষ্ট্রিতে ক্রমোন্নতির প্রতিটি পর্যায়, যার সাথে জড়িয়ে আছে আমার ব্যক্তিগত বিকাশ এবং আরো উচ্চস্তরে অভিষিক্ত হবার ঘটনাগুলি।

গৃহে বাইবল শিক্ষা

একেবারে প্রথম পর্যায়ে প্রভু আমাকে নির্দেশ দিলেন আমার মোটা মাইনের চাকরীটি ছেড়ে দিয়ে মিনিষ্ট্রির জন্য প্রস্তুতি নিতে। আমি শেষপর্যন্ত তাই করেছি। এই সিদ্ধান্ত নেবার পর আমাদের আয় অর্ধেক হয়ে যায়।

প্রভুই যদিও আমাদের সব প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তবে তাতে অনেক সময় লেগেছে।

আমি গৃহে বাইবেলের শিক্ষা দিয়ে শুরু করলাম, প্রায় পাঁচ বছর সেইভাবে চললো। প্রথম আড়াই বছর আমি সপ্তাহে একদিন শেখাতাম। কিন্তু ব্যাপারটা এত বড় আকারে দাঁড়াতে লাগলো যে আমি দুটো করে মিটিং করতে লাগলাম। একটা সকালে, অপরটা সন্ধ্যেয়। যদিও ডেভ আর আমি বিভিন্নরকমের আর্থিক অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছিলাম, তবুও ঐ সিটিং থেকে আমি কোনরকম অর্থ গ্রহণ করিনি।

যাদের আমরা শিক্ষা দিচ্ছিলাম, পঁচিশজনের মতো এক একটি মিটিংএ আসতো, কেউ কোনরকম অর্ঘ্য দেবার চেষ্টা করলেও অন্যরা বাধা দিত। যদিও আমাদের কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় চাহিদা ছিল, এটা কষ্টকর হলেও ব্যাপারটি, আমার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যটিকে বিশুদ্ধ প্রমাণিত করেছিল। আমি এটা চালিয়ে গেলাম। অর্থাৎ স্পষ্টতই আমি পয়সার জন্য এটা করিনি। যদিও এক একটা সময় তাদের প্রতি বিরক্ত বা ক্ষুদ্ধ না হয়ে পারতাম না, তবুও ঘটনাক্রমে আমি এটা বুঝলাম, যে এরকম ঘটছে কারণ প্রভু চান না যে আমার সমস্যার সমাধান কীভাবে আসবে তা আমি জানতে পারি। তিনি নিজেকেই আমার সব প্রয়োজনের উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্য প্রয়োজন সময়। এবং সেইসঙ্গে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব, যা থেকে মানুষ পালাতে চায়।

অনেকেই পালায়ও। তারা 'আহ্বান' পায়। কিন্তু যেহেতু তারা ঐ প্রস্তুতি-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে ইচ্ছুক থাকে না, তাই তাদের কখনোই নির্বাচিত করা হন না। মথি ২০:১৬ (সম্প্রসারিত বাইরেল)-এ বলেছে -

‘‘অনেকেই আহ্বান পায়, কিন্তু মাত্র কয়েকজনই নির্বাচিত হয়।’’ আমি একজনকে বক্তৃতায় বলতে শুনেছি, এর অর্থ হলো, ‘‘অনেকেই আহ্বান পায়, কিন্তু কম লোকই-সেই আহ্বানের দায়িত্বপালন করতে সম্মত হয়।’’

সম্প্রসারিত বাইবেলের অনুবাদের দ্বিতীয় তীমথিয় ২:১৬ তে এই আহ্বানের দায়িত্ব বিষয়ে সামান্য বেশী ব্যাখ্যা দেয়া আছে, ‘‘পাঠ নিন, উৎসাহের সঙ্গে এবং প্রভুর অনুমোদন পাওয়ার জন্য আপনার যথাসাধ্য চেষ্টার সঙ্গে নিজেকে উপস্থাপিত করুন। (পরীক্ষিত) একজন কর্মীর, যার ‘সত্যের বাণীকে’ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ (সঠিক ব্যবহার এবং বুদ্ধিসম্মত শিক্ষা) করতে লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।

বাড়ীর বৈঠকখানায় পঁচিশজনকে শিক্ষা দেবার সেইসব বছরগুলিতে প্রভু আমকে মিনিষ্ট্রি সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষা দিয়েছেন।

‘তাকে তুলে রাখো’

‘তারপর একটা গোটা বছর আমি মিনিষ্ট্রির জন্য কিছুই করিনি। প্রভু আমাকে বলেছিলেন, ‘গৃহে বাইবেল শিক্ষা’ এবার বন্ধ করো। অপেক্ষা করো। তোমাকে নতুন কাজ দেবো। আমার বাইবেল শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা কমে করে গেল আমার কোলে তখন নতুন সন্তান এসেছে আর আমার পরিস্থিতি এবং আমার মানসিকতাও যেন প্রভুর বাণীতেই আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করল।

একদিক থেকে অবশ্য প্রভুর নির্দেশ মান্য করাটা বেশ কঠিনই ছিল। কারণ আমাদের বাড়ীতে যারা আসতো তারা একটু একটু করে অর্ঘ্য দিতে শুরু করেছিল; এই ধরুন সবমিলিয়ে মোটামুটি পনের ডলার থেকে পঞ্চাশ

ডলারের মধ্যে। কিন্তু সেটুকু অর্থই আমাদের প্রতিমাসে যথেষ্ট উপকারে আসতো, কিন্তু সেইসময় থেকেই আমাকে সেই সুবিধাটুকু পাবার ইচ্ছা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেহলো, কারণ আমার সামনে তখন পরবর্তী পদক্ষেপের ইশারা।

আমার এই উৎসর্গ ও আনুগত্যের তৎক্ষণাৎ ফল পাবার জন্য আমার শারীরিক বা বাহ্যিক মন ভাবছিল নিশ্চয়ই দারুণ কিছু ঘটবে, কিন্তু পরের একটা বছরে কিছুই ঘটলো না, কোন দরজাই খুললো না। নানাভাবে এই বছরটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের বছরগুলির একটি। সবসময় ভাবতাম আমি কি প্রভুকে হারিয়েছি ? আমি কি সবকিছু ঠিকভাবে দেখেছি ? কোনদিন কি কিছু ঘটবে ? তার জন্য আমাকে কী করতে হবে ? প্রভু শুধু বলে গেছেন, ''শান্ত হও, আর মনে রাখো আমিই ঈশ্বর।'' (গীতসংহিতা ৪৬:১০)

কখনো কখনো প্রভুর 'যথাসময়ের' জন্য অপেক্ষা করাটা এবং ধৈর্য ধরে থাকাটা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। আমি আপনাদের এখন যে কথাটা বলছি, সেইসময় আমি এসব কিছুই বুঝতাম না। যখন আমরা অতীতের কোন জিনিস পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, তখন তা অনেক বেশী স্পষ্ট সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। আর যখন তার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকি তখন সেটা বোঝা অত সহজ হয় না। কখনো কখনো পরমেশ্বর মানুষকে একটা তাকে তুলে রেখে দেন, আর শুধু বসিয়ে রাখেন।

তখন মনে হয় যেন কোন কিছুই ঘটছে না, কিন্তু তবুও অনেক কিছুই ঘটে চলে আমাদের অন্তরের মধ্যে। এটা হলো পরিণত হবার সময় সূক্ষ্ম তারে বাঁধার সময়, শুদ্ধিকরণ ও বিশ্বাসের সময়, কিন্তু বাইরে থেকে মনে হয় কিছুই হচ্ছে না।

পরবর্তী পাঁচটি বছর

এই প্রতীক্ষাময় বছরটির শেষের দিকেই ডেভ ও আমি একটি নতুন চার্চে যেতে শুরু করি। এটা আমাদের সেন্ট ল্যুই অঞ্চলে নতুন। খুবই ছোট চার্চ, মোট তিরিশজনের মত জায়গা, কিন্তু আমরা আমাদের মনে মনে নিশ্চিতভাবেই জানতাম যে প্রভু আমাদের ওখানেই চান। কিছুদিন পরে ঐ চার্চের লাইফ খ্রীষ্টান সেন্টারে প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে মেয়েদের জন্য মিটিং পরিচালনা করার সুযোগ পেলাম। প্রভুর দেয়া এই মিটিংই হলো আমার পরবর্তী পর্যায়ের মিনিষ্ট্রির প্রথম সূত্রপাত এবং সেটাই ছিল প্রভুর উপযুক্ত সময় বা 'যথাসময়'।

তাঁর আশীর্বাদ পাবার পর তা বাড়তেই থাকলো। প্রতি সপ্তাহে প্রায় চারশো জন মহিলার সমাগম হতে লাগলো। ঘটনাক্রমে আমি চার্চে পুরোপুরিভাবে কাজ শুরু করলাম এবং সহকারী পাদ্রীর পদে উন্নীত হলাম। আমি 'লাইফ খ্রীষ্টান সেন্টারে'র মাধ্যমে নিযুক্ত হলাম এবং সেখানে বাইবেল বিষয়ে পড়াতাম। চার্চই তখন আমার প্রথম রেডিও প্রোগ্রামটি করায়, যা প্রচারিত হয় সেন্ট ল্যুই-তে।

সেখানে পাঁচ বছরে আমি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিলাম। একটা জিনিস শিখেছিলাম কীভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে অবনত হতে হয়। একজন মানুষের যতক্ষণ না কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার উপযোগী হয়ে উঠতে পারে না। মনে রাখবেন সমর্পণ কিন্তু একটা সাধারণ কাজ নয়, এটা হলো মানসিকতা। আপনি হয়তো আপনাকে যা বলা হয়েছে তা করবেন বলে স্থির করেছেন, কিন্তু এই সমর্পণের মানসিকতাটুকুও যেন আপনার মধ্যে জন্ম নেয়। বিশেষকরে আপনি যদি স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকেন, যেমন আমি ছিলাম।

একটা সময়ে আমি একদল লোকের সঙ্গে কাজ করতে শিখলাম এবং বিভিন্নধরনের মিনিষ্ট্রিতে কাজ করতে শিখলাম। অপেক্ষা করার বিষয়েও আরো অনেককিছু শিখলাম, প্রভু আমার হৃদয়ের মধ্যে অনেককিছু সঞ্চিত রেখে ছিলেন, সেসব আমি করতে চাইতাম, কিন্তু আবারও একবার দেখলাম সেটা যথার্থ সময় ছিল না। তাই আবার অপেক্ষা, আরো শিক্ষা এবং আরো পরিণত হয়ে ওঠা।

এই বছরগুলি দারুণ ছিল। সেদিনগুলিতে কষ্ট যেমন ছিল, তেমনই ছিল হাসি, কান্না, উত্তেজনা আবার বিরক্তিও । এইসময় লাইফ খ্রীষ্টান সেন্টারের পাদ্রী রিক ও ডোনা শেলটনের সঙ্গে আমার আর ডেভের খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল এবং তা এখনও আছে। আমরা সবাই একসাথে বেড়ে উঠেছি।

আমি শিখেছি যে যখন মানুষ একসঙ্গে পরিণত হয়ে ওঠে, যদি তারা পরস্পরের সান্নিধ্য ত্যাগ না করে, তবে তাদের মধ্যে এমন এক গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত অটুট থাকে। আপনারা বলতে পারেন যে, যখন আমার মনের সব মালিন্য মুছে গেল, তখন আপনারাও একসাথে মিশে গেলেন।

যখন লাইফ খ্রীষ্টান সেন্টার প্রায় ১২০০ জনের একটি কর্মক্ষেত্রে পরিণত হলো এবং আমরা সকলে একটি সুন্দর নতুন বাড়ীতে উঠে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, সবকিছু যেন সাফল্যের চরমসীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, তখন আবার প্রভুর নির্দেশ এল।

6
বিচ্ছেদ

লাইফ ইন দ্য ওয়ার্ড'এর শুভারম্ভ

মনে আছে কখন প্রভু আমার সঙ্গে সত্যি করে কথা বলেছিলেন ? 'আহ্বান' এসেছিল, যখন আমি বিছানা ঝাড়ছিলাম। প্রভু বললেন, 'তুমি সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে..... এবং বিশাল মিনিষ্ট্রি পরিচালনা করবে।'' আর তা বাস্তবায়িত হয়েছিল প্রস্তুতিপর্বের বছরটিতে যদিও বেশ ছোট আকারেই। কিন্তু তা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশাল আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

একদিন প্রার্থনার সময়ে ফিলিপীয় ২:১৬ (সম্প্রসারিত সংস্করণ)'এর একটি বিশেষ প্রবচনের সূত্রে আমি দারুণভাবে প্রভাবিত হলাম। এতে বলা হয়েছিল, ''জীবনের বাণী সব মানুষের কাছে তুলে ধরা -'' সেদিন আমি কল্পনাদৃষ্টিতে দেখেছিলাম, কীভাবে রেডিওর মাধ্যমে গোটা জাতির কাছে পৌঁছনো যেতে পারে। যখন সেই ছবিটি চোখে ভেসেছিল, তখন কিন্তু আমি কোনও রেডিও স্টেশনে ছিলাম না। আমি ঘুরেছি, যদিও খুব দূরে কোথাও নয়। আমার মনে যদিও অনেক বড় কিছুর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আমি ভাবতাম যে প্রভুই কোন না কোনভাবে সবকিছুর ব্যবস্থা করবেন, লাইফ খ্রীষ্টান সেন্টারের আমার কর্মদায়িত্বের মধ্যেই, যা আমার অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু প্রভুর অন্য পরিকল্পনা ছিল।

হিতোপদেশ ১৬:৯ (সম্প্রসারিত সংস্করণ)-এ বলেছে, মানুষের মন তার পথের পরিকল্পনা করে, কিন্তু প্রভুই তাঁর পদক্ষেপ পরিচালিত করেন।

আমার একটা পরিকল্পনা ছিল, আমি ভেবেছিলাম সেটাই প্রভুর পরিকল্পনা। কিন্তু তিনি আবার কথা বললেন। বললেন, আমার তোমাকে দিয়ে করানোর মত কাজ এখানে শেষ, তোমার মিনিষ্ট্রি নিয়ে এবার তোমাকে ঘুরতে হবে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে আমাকে আমাদের লাইফ খ্রীষ্টান সেন্টারের বাইরেও অন্যান্য জায়গায় লাইফ ইন দ্য ওয়ার্ডের মিটিং পরিচালনা করতে হবে। আমি তবুও অনেকদিন ধরে ভেবেছি, কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি বুঝতে পারলাম যে প্রভু আমাকে এটাই করতে বলছেন, আমি এটাও জানলাম যে যদি ভুল করি, তাহলে গত দশ বছরে আমি যে পেয়েছি সব হারাবো, আমি ভয় পাচ্ছিলাম।

আমি শেষপর্যন্ত প্রভুর কথাই মেনে নিলাম এবং আমার চার্চের কাজ ছেড়ে দিলাম। এটা হলো সেই সন্ধিপর্ব যখন প্রভু আমাকে দেখালেন যে 'আহ্বানের জন্য আমার জীবনে তিনি বিচ্ছেদ এনে দিলেন। সবকিছুই এত ভালো চলছিল, কিন্তু সে সবই ছিল প্রস্তুতি, কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপেই আমার দায়িত্বের পাশাপাশি প্রভুর আশীর্বাদ বেড়ে গিয়েছিল।

প্রেরিতদের কার্য ১৩:২ (সম্প্রসারিত সংস্করণ)'এ নথিভুক্ত আছে, যেমন, সাধুরা একসাথে উপাসনা করছিলেন, পবিত্র আত্মা তাঁদের 'তখন' বললেন, পল এবং বার্নব'কে তাঁর কাজের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দিতে, কারণ তিনি তাদের আহ্বান করেছেন। তারা মিনিষ্ট্রিতে কাজ করছিলেন, যার সাফল্য এনে দিয়েছিল আশীর্বাদ। কিন্তু প্রভুর 'যথাসময়ে', তিনি বললেন, 'এটাই হল 'নির্ধারিত সময়'।

আমি চাই যে আপনারা উদ্বুদ্ধ হোন যাতে প্রভুর নির্ধারিত সময়ে আপনি সেই স্বপ্ন ও ছবি দেখতে পারেন যা প্রভুর দেয়া এবং তিনি অবশ্যই তা

পূরণ করবেন। যদি তিনি আপনার জীবনে কোন নির্দিষ্ট 'আহ্বান' পাঠান, তা তিনি তাঁর উপযুক্ত সময়ে পূরণ করবেন, তাই সেই পথের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর সহযোগিতা করুন এবং মনে রাখবেন, আহ্বান, অভিষেক, তাঁর বিচ্ছেদ কিন্তু অনেক বছর ধরে চলতে পারে। যে কোন ছোটখাট ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকুন, আপনার সময় তাঁরই হতে।

7
আপনি কি প্রতীক্ষা করে ক্লান্ত ?

আপনি যদি বহুকাল ধরে অপেক্ষা করে থাকেন এবং কোন উন্নতি দেখতে না পান, তাহলে হয়তো আপনি অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমি আপনাদের উৎসাহিত করতে চাই যে আপনারা অপেক্ষার প্রতি সতেজ মানসিকতা রাখুন। মার্ক ৪:২০-২৮-এ বাইবেল বলছে যে, আমাদের সেই কৃষকটির মত ধৈর্যশীল হয়ে থাকতে হবে, যে জমিতে বীজ বুনে অপেক্ষা করতে থাকে কখন প্রত্যাশিত বৃষ্টি আসবে। বলা হয়েছে যে, যখন সে বীজ থেকে অঙ্কুর বেরোবার জন্য অপেক্ষা করছিল তখন সে ওঠে এবং আবার ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঘটনাচক্রে তখনই অঙ্কুরোগম হয় এবং ঐ কৃষক কিছুই জানতে পারে না, কীভাবে হলো।

প্রভু এই শাস্ত্রবচনটির মাধ্যমে আমাকে শেখালেন যে আমি মনে মনে যার জন্য অপেক্ষা করছি, তার সাথে সাথে আমাকে আমার দৈনন্দিন জীবনও কাটাতে হবে। আমরা যে জিনিসটির জন্য অপেক্ষা করি, তার জন্য এতটাই মগ্ন থাকি যে আমাদের জীবনে সেইসময়কার অন্যান্য আনন্দগুলির স্বাদ নিতে ভুলে যাই।

দশ বছর আগে আমি প্রভুর কাছ থেকে যে ছবির আভাস পেয়েছিলাম, তাকে আমি পূর্ণ হয়ে উঠতে দেখতে শুরু করলাম। ঐ গত দশবছরে, আমার বিশ্বাস, প্রভুর নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষায় আমি অনেক আনন্দের আস্বাদ নিতে পারিনি।

ধরা যাক্, একজন মহিলা যার পাঁচটি সন্তান, সে আবার গর্ভবতী হয়েছে। যদি সে প্রথম মাসেই বাচ্চাটির জন্ম দেবার কথা ভাবতে শুরু করে তাহলে তা খুবই অদ্ভুত শোনাবে। আর ঐ নতুন বাচ্চাটির জন্ম দেবার চিন্তায় কিন্তু সে তার বাকী পাঁচটি সন্তানের আদরযত্নে অবহেলা করতে বাধ্য হবে। আমরা খুব সহজেই এই নির্বুদ্ধিতার ছবিটি দেখতে পাচ্ছি। আর, বাস্তবে কিন্তু অনেকেই অন্যান্য ক্ষেত্রে ঠিক এই ভুলটিই করে থাকেন।

আপনি যদি কোথাও যাবার জন্য অপেক্ষা করছেন তাহলে এই মুহূর্তে যেখানে আছেন সেই মুহূর্তটির আনন্দ নিতে ভুলবেন না। যেমন বাইবেলে বলেছে, ঐ কৃষকটি ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমোতে যায়। আমার বিশ্বাস, এর অর্থ হলো, যখন সে তার অদেখা ফসল ফলে ওঠার অপেক্ষায় দিন গুণছে, তখনও সে কিন্তু তার রোজকার সহজসাধারণ জীবনটি যথাযথভাবে যাপন করে চলেছে।

একদিন একজন পাদ্রীর সঙ্গে একটি জনবহুল এয়ারপোর্টে দেখা হয়েছিল। চারদিকে ব্যস্ততার ছবি, এস্কালেটরের জন্য লাইন, রেস্তোরাঁতে লাইন। মনে হচ্ছিল, যেদিকেই তাকাচ্ছি সর্বত্রই শুধু এক দীর্ঘ প্রতীক্ষার লাইন। দেখলাম যে ঐ পাদ্রী বেশ হতাশ হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ তিনি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি অপেক্ষা করতে ভালো পারি না।'

যখনই আমরা ভালোভাবে অপেক্ষা করতে না শিখি তবে তার ফল অবশ্যম্ভাবী। শুধুমাত্র মানসিকভাবেই নয়, শারীরিকভাবেও। অপেক্ষা জীবনের একটা বড় অংশ। আর যদি অপেক্ষার ফল সবসময়ই হতাশাব্যঞ্জক হয়, তাহলে অত্যন্ত মানসিক চাপের সৃষ্টি করে, যার ফলে আমাদের শরীরও

অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এই পাদ্রীটি যিনি ভালোভাবে অপেক্ষা করতে পারেন না, তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ডাক্তার বলেন যে তাঁর এই শারীরিক অসুস্থতা বহুদিনের মানসিক চাপের ফল। তাই অপেক্ষার বিষয়টি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখুন, তাহলেই আর অপেক্ষা করতে কোন কষ্ট হবে না।

আমরা আমাদের জীবনের বেশীর ভাগ সময়টাই কোন কিছু পাওয়ার বদলে অপেক্ষা করেই বেশী কাটাই। কথাটি সর্ব্বৈবঃ সত্য। বা যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম সেটি পাবার পর আমরা আরেকটি নতুন জিনিস পাবার জন্য অপেক্ষা শুরু করি। যদি আপনারা বুঝতে পারেন যে আমি কী বলতে চাইছি, তাহলেই আপনারা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করবেন যে 'অপেক্ষা হল জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ'।

ধরা যাক আপনি প্রমোশন পেলেন এবং পরবর্তী ধাপে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছেন। বা একটি শিশুর জন্মের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তারপর তার জন্ম হয়ে গেলেই অপেক্ষা করবেন কখন কাঁথাপর্ব শেষ হবে, তারা প্যান্ট পরতে শিখবে। তারপর আপনি অপেক্ষা করতে শুরু করবেন কখন তারা নিজেদের প্যান্ট নিজেরাই কেনার মত বড় হয়ে উঠবে। কিংবা হয়তো একটি বাড়ী কেনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তারপর বাড়ী হয়ে গেলে আবাবাবাপত্র কেনার জন্য অপেক্ষা, তারপর অপেক্ষা করবেন একটি কাজের লোকের, যে আপনার বাড়ী ও আসবাব পরিচ্ছন্ন রাখবে। বুঝতে পারছেন কি, কী বলতে চাইছি ?

তাই অপেক্ষার সময়টিও উপভোগ করতে শিখুন এই কথা চিন্তা করে যে, অপেক্ষাই সেই বস্তু যা আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তুলবে। আমি

সত্যিই বলছি যে, সঠিক অপেক্ষা আপনার স্বপ্নকে সত্য করবে। যদিও সেই স্বপ্নপূরণ করবেন প্রভুই, তবে অপেক্ষা হলো যেন সেই 'বাহক ছেলেটি'। অনেকসময়ই কেউ অপেক্ষা করতে শুরু করেন, কিন্তু যতক্ষণে ঐ বাহক ছেলেটি এসে পৌঁছায়, ততক্ষণে তারা সেই বস্তুটির অপেক্ষা ছেড়ে অন্যকিছুর অপেক্ষা শুরু করেছেন এবং তারা তখন আর সেইজায়গায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটির জন্য উপস্থিত থাকেন না।

অধৈর্য লোকেরা প্রায়ই প্রাপ্তির জন্য, শেষপর্যন্ত দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন না, কারণ পরম প্রাপ্তি পেতে হলে অনেক সময় লাগে। আমার স্বামী ডেভ সবসময় বলে, 'দ্রুত মানেই ভঙ্গুর, ধীরে মানেই মজবুত।' যারা অধৈর্য এবং যারা অপেক্ষায় পারদর্শী নয়, তাদের যদি একসাথে সবকিছু দেওয়াও হয় তাহলেও তা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। যাইহোক্, যদি লোকেরা প্রভুর 'যথাসময়ের জন্য অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে, সবকিছু ঠিক সময়মতোই হবে এবং তা দীর্ঘ, দীর্ঘস্থায়ী হবে।

আমাদের মিনিষ্ট্রিতে আমরা কখনো কখনো ধূমকেতু দেখতে পাই। অনেকেই হঠাৎ করে অজানা কোথাও থেকে এসে, কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়ে যায়।

আসলে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের সাথে উঠাবসা করার ফলে তাদের রাস্তা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সত্যিই কি তাদের মিনিষ্ট্রি দীর্ঘস্থায়ী হয় ? তারা প্রায়ই আর্থিক বা নৈতিক নানান সমস্যার সন্মুখীন হয়, কারণ অপেক্ষার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই চরিত্র গঠিত হয়। আর তারা সেই চরিত্র-গঠন পর্বটিতে পা-ই রাখেন নি।

যদি কোন ব্যক্তি কোনরকম কষ্ট না করেই রাতারাতি উন্নতি করতে শুরু করে, সাধারণতঃ তারা বেশীদিন সেই জায়গায় থাকতে পারে না। মার্ক ৪:৫ ও ৬-এ বলেছে, যে বীজ একরাতেই অঙ্কুরিত হয়, তা গরম পড়লেই নষ্ট হয়ে যায়। যখন আমরা সত্যিই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে অপেক্ষা করতে শিখি, তখন প্রভুও আমাদের জন্য নিষ্ঠতার সঙ্গে ভাবেন। আর যদিও আসলে কী ঘটছে তা আমরা কিছুই বুঝি না, তবুও জেনে রাখতে হবে, এখন যা ঘটছে আমাদের চোখের আড়ালে, তা আমাদের ভবিষ্যতে সুখী করার জন্যই ঘটছে।

৪
দয়া করে ধৈর্য ধরুন ।

ইব্রীয় ৬:১২-তে বাইবেল বলছে, আমরা বিশ্বাস ও ধৈর্যের মাধ্যমেই প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী। এখন উত্তরাধিকার পেতে হলে আমাদের তো চেষ্টার প্রয়োজনই নেই, শুধু অপেক্ষার প্রয়োজন, নির্ধারিত সময়ের জন্য। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, যে আপনার কোন আত্মীয় আপনাকে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি উইল করেছেন, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে এবং সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্বাস আর ধৈর্য পরস্পর অঙ্গাঙ্গী জড়িত। তারা আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনার জন্য একসাথে কাজ করে।

জেমস ১:২-৩ (সম্প্রসারিত সংস্করণ)-এ বলেছে যখনই কোনরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়বেন, সবসময়ে উৎফুল্লচিত্তে থাকবেন এইকথা ভেবে যে, আপনার ধৈর্যই আপনার 'বিশ্বাসের প্রমাণ'। আর যখন ধৈর্য তার সঠিক ভূমিকা পালন করবে, তখনই আমরা নিখুঁত এবং সম্পূর্ণভাবে পরিণত মানুষ হয়ে উঠবো, তখন কোনকিছুরই কম্‌তি থাকবে না। ''বা:, কী চমৎকার শাস্ত্ররচনটি''।

এই আয়াতটিতে ধৈর্যের গ্রীক্ শব্দটি হল 'হুপোমোরা, যার অর্থ সেই ধরনের ধৈর্য, যা শুধু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছে অন্যভাবে বললে, আমাদের ধৈর্য কেমন করে বেড়ে উঠবে, যদি আমরা যা চাই তার জন্য আমাদের অপেক্ষা না করতে হয় এবং অপেক্ষাকালীন সময়ে যা আমরা চাই না, তাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকি ?

যখন আমাদের পরীক্ষা হয়, আমরা পরিণত হই, অথবা পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে, যদি ধৈর্য তার সঠিক ভূমিকা পালন করে। (জেমস্ ১:৪) প্রতিরোধপ্রবণতা, তিক্ততা এবং যে কোন কঠিন পরিস্থিতি দেখলেই তা এড়িয়ে যাওয়া কিন্তু ধৈর্যের প্রমাণ দেয় না, জেমস্ ১:৪-এ বলেছে, আমরা সঠিকভাবে তৈরী হতে পারি এবং কোনকিছুরই অভাববোধ করবো না, যদি ধৈর্য আমাদেরকে সঠিক সঠিক শিক্ষা দেয়। কথাটা খুবই সহজ। যদি কেউ সম্পূর্ণভাবে ধৈর্যশীল হন, তবে যে কোন পরিস্থিতিতেই তিনি প্রশান্ত ও আনন্দিত থাকতে পারেন।

আমি মোটেই খুব ধৈর্যশীলা নই, কিন্তু আমি নিজেকে অনেক পরিণত করেছি। একটা সময়ে আমি ভীষণই অধৈর্য ছিলাম। এবং অপেক্ষার বিষয়েও পটু ছিলাম না। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি উপলব্ধি করলাম যে প্রভু কিন্তু কিছুই বদলাবেন না। তাই ঠিক করলাম, আমিই নিজেকে বদলাই এবং তার মতো করে নিজেকে গড়ে তুলি। তিনি বলেন যে আমরা বিশ্বাস ও ধৈর্যের পথেই লাভবান হতে পারি। তাই আমি আমার মধ্যে ধৈর্য বাড়াতে শুরু করলাম। যতই আমার ধৈর্য বাড়তে লাগলো, ততই একই হারে আমি শান্তি আর আনন্দ পেতে শুরু করলাম।

ধৈর্য হলো আত্মার ফল। অবিশ্বাসীদের জন্য ধৈর্য হল জোরালো সাক্ষী। এটা অনেকটা মাংসপেশীর মত, যত চালনা করবে ততই তা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সবশেষে যখন তা পুরোপুরি বেড়ে উঠবে তখন আপনাকে তাকে সঠিক অবস্থায় রাখার জন্য অনুশীলন করে যেতে হবে, ধৈর্যও ঠিক তেমনি। যেমন, বিভিন্ন জিনিস যা ঘটার কথা নয়, যেমন আপনার সামনে কেউ খুব ধীর গতিতে যাচ্ছে, বা বড়রাস্তায় গাড়ীর জ্যাম, বা আপনার

জীবনে কি ঘটছে আপনি বুঝতে পারছেন না, অথবা আপনার প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরী হচ্ছে, সবক্ষেত্রেই ধৈর্য ধরতে হবে।

এসব কিছুই শেষপর্যন্ত আমাদের সাহায্যই করে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে আমাদের খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যদি আমরা তা দেখতে পাই । তাহলে ধৈর্যকেও আমরা নতুন ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখব। ইব্রীয় ১২:১ (স.ম) আমাদের বলতে উদ্বুদ্ধ করে, আসুন, আমাদের সামনে যে নির্ধারিত দৌড়ের পথটুকু আছে, সে পথে আমরা ধৈর্যশীল নিষ্ঠতায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এবং সক্রিয় অটলতার সঙ্গে চলি। প্রতিটি দৌড়ের একটি শেষ সীমারেখা আছে। আপনি সেই রেখাটি পেরিয়ে যাবেন। ইব্রীয়তে বলেছে কীভাবে আমাদের এই দৌড়ের পথে ছুটতে হবে।

নিজের প্রতি ধৈর্যশীল হোন

আসুন আপনাদের বলি, কীভাবে একটি ধৈর্যময় জীবনধারার ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেন, নিজের প্রতি ধৈর্যশীল হবার মাধ্যমে। যখন আপনি কোন ভুল করেন, প্রভুর কাছ থেকে মার্জনালাভ করেন। এবং আবার শেষ সীমারেখাটির দিকে দৌড়তে থাকেন। যখন আপনি নিজের দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে চলেছেন, তখনও নিজের প্রতি ধৈর্য রাখবেন। অধৈর্য শুধু হতাশারই সৃষ্টি করে এবং হতাশা আমাদের মনে জন্ম দেয় এমন সব আবেগের, যা ভারসাম্যহীন। তখন আমরা আরো ভুল করে বসি। তার চেয়ে বরং প্রথম থেকেই নিজের প্রতি ধৈর্য রাখাই ভালো।

মানসিক চাপ না থাকলে, ধৈর্য ধরে থাকলে মানুষ আরো তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারে। শুধু ধৈর্য রেখে যান, অপরের প্রতি এবং নিজের

প্রতিও। দেখবেন তার ফল কতটা আনন্দজনক। ল্যুক ৮:১৫ (স:স:)-এ বলেছে, ‘‘দৃঢ়ভাবে ধৈর্যের ফলকে ফলতে দিন।’’

9
কখন আমার স্বপ্ন সত্যি হবে ?

আপনার স্বপ্ন এখন সফল হবার পথে। এখন তা উনুনে চাপানো। আপনি নিশ্চয়ই এই প্রবাদটি শুনেছেন, ''তাকিয়ে থাকলে হাঁড়ির জল ফোটে না।'' আমি আপনাদের বলবো, আপনার জীবনের প্রতিটি দিনকে উপভোগ করুন। আপনার কাজ করে যান। প্রভুর কাজ করার চেষ্টা করবেন না।

সব জিনিসেরই সঠিক সময় আছে। প্রভুর 'যথাসময়',শুধুমাত্র তিনিই জানেন, সেটা কখন। বিশ্বাসের মাধ্যমে পরমেশ্বরকে সম্মান জানান, আর যখন আপনি পরিপূর্ণতার পথে যাত্রা শুরু করছেন, তখন সেই যাত্রা উপভোগ করুন।

কেউ আপনাকে সঠিক বলতে পারবে না কখন উপযুক্ত সময় আসবে, কিন্তু নিশ্চিত থাকুন, সময়মতোই আসবে আপনার সঠিক সময়।

বিশ্বাস করুন, আর প্রভুর আশ্রয়ে প্রবেশ করুন।

নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা

আপনি যদি কখনও যীশুকে আপনার প্রভু ও রক্ষাকর্তা হিসাবে আমন্ত্রণ না জানিয়ে থাকেন, আমি তাহলে আপনাকে এখন তা করতে বলবো। আপনি এই প্রার্থনাটি করতে পারেন। এবং আপনি যদি সত্যিই একনিষ্ঠভাবে তা করেন, তাহলে, খ্রীষ্টের আশ্রয়ে এক নতুন জীবনের আস্বাদ পাবেন।

''প্রভুপিতা, আমি বিশ্বাস করি যীশুখ্রীষ্ট আপনার সন্তান, পৃথিবীর ত্রাণকর্তা। আমি বিশ্বাস করি তিনি আমার জন্যই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এবং আমার পাপ তিনি বহন করেছেন, আমার হয়ে তিনি নরক গমন করেছেন এবং মৃত্যুকে জয় করেছেন। আমি বিশ্বাস করি তাঁর পুনরুত্থান হবে এবং এখন তিনি আপনার দক্ষিণ হস্তে বিরাজমান। আমি তোমাকে চাই যীশু, আমার পাপকে মার্জনা করো আমাকে রক্ষা করো, আমার অন্তরে বাস করো, আমি আবার জন্মগ্রহণ করতে চাই।''

এখন বিশ্বাস করুন, যীশু আপনার অন্তরেই বিরাজমান। আপনাকে ক্ষমা করেছেন এবং সংশোধিত করেছেন। আর যখন যীশু এসেছেন, আপনি স্বর্গে গমন করবেন।

একটি ভালো চার্চ দেখুন যা 'প্রভুর বাণী' শিক্ষা দেয় এবং খ্রীষ্টের আশ্রয়ে বেড়ে উঠতে শেখায়। 'প্রভুর বাণী'র শিক্ষা বিনা আপনার জীবনে কোন পরিবর্তনই আসবে না।

প্রিয়,

যোহন ৮:৩১ (স:স:)-এ বলেছে..... ‘‘তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাকো, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য আর তোমরা সেই সত্য জানিবে এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।’’

আমি জোর দিয়ে বলছি, প্রভুর বাণী-’তে বিশ্বাস রাখুন। আপনার অন্তরের গভীরে তা গ্রহণ করুন এবং ২ করিন্থীয় ৩:১৮’এ বলেছে, আপনি যদি তাঁর বাণী অনুধাবন করেন, তাহলে যীশুখ্রীষ্টের প্রতিবিম্বের মধ্যে আপনার রূপান্তর ঘটবে।

ভালোবাসা সহ

জয়েস

লেখিকার সম্বন্ধে

জয়েস মায়ার ১৯৭৬ সাল থেকে ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে আসছেন এবং ১৯৮০ থেকে সম্পূর্ণভাবে মিনিষ্ট্রিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি ৫৪টি উৎসাহব্যঞ্জক বইয়ের বেস্টসেলিং লেখিকা। তার মধ্যে আছে 'ব্যতিক্রমী জীবনযাপনের রহস্য', 'প্রার্থনায় বিশ্বাসের আনন্দ'। এবং 'মনের যুদ্ধক্ষেত্র'। এছাড়াও ২২০ টিরও বেশী অডিওক্যাসেট অ্যালবাম এবং ৯০ টিরও বেশী ভিডিও। জয়েসের 'লাইফ ইন দ্য ওয়ার্ড' রেডিও ও টেলিভিশন প্রোগ্রামটি সারা পৃথিবীতে প্রচারিত এবং তিনি তার জনপ্রিয় 'লাইফ ইন দ্য ওয়ার্ড' আলোচনাচক্রের সূত্রে বার্তা বিলোবার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। জয়েস এবং তাঁর স্বামী ডেভ চারটি সন্তানের জনক-জননী এবং মিসোরীর সেন্ট ল্যুই'-তে তারা বাস করেন।